দৈনিক ইত্তেফাক

APR 04 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

সাধারণ গণিতের অসাধারণ প্রশ্ন

গত ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সাধারণ গণিতের অসাধারণ প্রশ্ন নিয়ে সাধারণ পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের এক অসাধারণ মনঃকষ্টের কথা ব্যক্ত করার অভিপ্রায় নিয়েই এ লেখা। প্রশ্ন প্রণেতা অবশ্যই বই লেখকের মতোই গণিত বিশেষজ্ঞ–এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে অনুরূপ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অস্বাভাবিক অপ্রতুলতা হেতু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এহেন উচ্চমানসম্পন্ন গণিত চর্চা কিংবা গণিত গবেষণায় নিজেদের সম্পৃক্ত করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সাধারণ গণিতের পাঠসমূহ আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার কার্যক্রম তো এখনো প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও সদ্য পরিচিত। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে প্রায় সদ্য প্রণীত আধুনিক পাঠ সম্বলিত সাধারণ গণিতে দক্ষ কিংবা বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগও সীমায়িত। সেক্ষেত্রে বই লেখক+গবেষক এবং প্রশ্ন প্রণেতা গণিত বিশেষজ্ঞের উচ্চমানসম্পন্ন প্রশ্ন পেয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের (বিশেষ করে মানবিক ও বাণিজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের) হতবাক হবারই কথা। ধারণা করা হচ্ছে যে, অন্তত ৭০% ছাত্র-ছাত্রী গণিতেই অকৃতকার্য হবে, A+ ও A পাওয়ার যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে B ও C, ঢাকা বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের জিপিএ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গণিত আতঙ্ক সৃষ্টির দ্বারা গণিতবিমুখতা বাড়বে তো বটেই। সরকার কিংবা গণিত বিশেষজ্ঞদের নিশ্চয়ই এটা কাম্য নয়। যদিও কেউ বলছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে, কেউ বলছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নকল প্রতিরোধ কর্মসূচীকে বানচাল করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আবার কেউবা বলছেন প্রশ্ন প্রণেতার অতীত ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতেই এমন প্রশ্ন করা হয়েছে। তবে এসব তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে বরং উচিত এহেন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হতাশা দূর করার জন্য হয় আবার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা, না হয় কাঙ্ক্ষিত জিপিএ তে সামান্যতম প্রভাব না পড়ে, এমন ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে অচিরেই এর একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো। আমার মতে ঃ ১) একান্তই যদি পুনরায় পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট সাতটি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে যারা অন্তত তিনটি বিষয়ে A+ পাবে ,তাদের গণিতেও A+, যারা তিনটি বিষয়ে A+ না পেলেও অন্তত তিনতি বিষয়ে A পাবে তাদেরকে A, যারা তিনটি বিষয়ে A+ বা A না পেলেও তিনটি বিষয়ে B পাবে তাদেরকে B–এভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় (যা শুধু গণিত বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের বেলায় একই হারে প্রযোজ্য হবে)। ২) পরীক্ষার্থীদের গণিতে টেস্ট-এর প্রাপ্ত নম্বর গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সংগৃহীত থাকলে ওই নম্বরের সঙ্গে ৫-১০ নম্বর যোগ করেও গণিতে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করা যায়। ৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চতুর্থ (ঐচ্ছিক) বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরকে অষ্টম (গণিত) বিষয়ের নম্বর হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং যাদের চতুর্থ বিষয় ছিল না তাদেরকে সাত বিষয়ের গড় নম্বরের সামান্য বেশী বা কাছাকাছি গ্রহণযোগ্য একটি নম্বর দিয়ে গণিতের নম্বর নির্ধারণ করা যায়।

তবে নতুন পরীক্ষা গ্রহণই সর্বোত্তম। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ হারুন-অর-রশিদ,
অভিভাবক,
ঢাকা